সত্যের সন্ধানে নিরন্তর THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

Publish-Date: 2026-03-01 Edition: দ্বিতীয় সংস্করণ

ইতিবাচক বলছেন শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা

শিক্ষার দুই মন্ত্রণালয়কে একীভূত করার উদ্যোগ

হুমায়ুন কবির

দীর্ঘদিন ধরেই দেশের শিক্ষা বিভাগ দুটি পৃথক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। একটি হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অপরটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। সময়ের প্রেক্ষাপটে এই বিভাজনকে একসময় কার্যকর মনে হলেও শিক্ষায় প্রত্যাশিত সুফল আসেনি। শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার, পাঠ্যক্রমের রূপান্তর, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রসার এবং নীতিগত ধারাবাহিকতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি নতুন করে ভাবছেন সরকারের নীতিনির্ধারকরা। শিক্ষার দুই মন্ত্রণালয়কে একীভূত করার পরিকল্পনা করছে সরকার। এক ছাতার নিচে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পরিচালিত হলে শিক্ষার ধারাবাহিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে—এমন প্রত্যাশা শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের।

বিদ্যালয় শিক্ষাকে এখন আর খণ্ডিতভাবে দেখার সুযোগ নেই
—অধ্যাপক মনজুর আহমদ

প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এক মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলে ভালো
—রাশেদা কে চৌধুরী

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার বদলে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করলে পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক ব্যবস্থাপনা, বাজেট বণ্টন এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও সুসংহত হবে। এতে করে শিক্ষার্থীদের শেখার পথ হবে ধারাবাহিক, প্রশাসনিক জটিলতা কমবে এবং দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা সংস্কার বাস্তবায়ন সহজ হবে। এমন প্রেক্ষাপটে দুই মন্ত্রণালয়কে একীভূত করার উদ্যোগ কেবল একটি প্রশাসনিক পরিবর্তন নয়, বরং এটি দেশের সামগ্রিক শিক্ষা কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করার সম্ভাবনাময় পদক্ষেপও।

দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন ও প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১২ দফা পরিকল্পনার কথা জানান। সম্প্রতি যৌথ এক সংবাদ সম্মেলনে তারা দুজনই বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের কাঠামোগত জটিলতা দূর করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একীভূত হয়ে কাজ করবে। বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ এক ছাতার নিচে কাজ করবে। দীর্ঘদিনের শিক্ষা অভিযোগ কাটিয়ে এখন থেকে শিক্ষা খাতকে শুধু 'খরচের খাত' হিসাবে নয়, বরং মানবসম্পদের মূল কারখানা এবং জাতিগঠনের 'প্রধান প্রকল্প' হিসাবে দেখবে বলেও জানান দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, এই উদ্যোগ ভালো। দুই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর মধ্যে যে সমন্বয় রয়েছে সেটি ইতিবাচক। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এক মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলে ভালো হয়।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমদ যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার দুই মন্ত্রণালয় একীভূত করার উদ্যোগ ইতিবাচক। কারণ বিদ্যালয় শিক্ষাকে এখন আর খণ্ডিতভাবে দেখার সুযোগ নেই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা আলাদা কাঠামোয় পরিচালিত হলে কারিকুলামের ধারাবাহিকতা, শিক্ষক প্রস্তুতি ও নীতিনির্ধারণে সমন্বয়ের ঘাটতি তৈরি হয়। অথচ বিশ্বের ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৪

শিক্ষার দুই মন্ত্রণালয়কে একীভূত করার উদ্যোগ

(৫ পৃষ্ঠার পর)

অনেক দেশে ১৪ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সেখানে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ চিন্তা সময়োপযোগী নয়। এই শিক্ষাবিদ আরও বলেন, শুধু একজন মন্ত্রীর অধীনে দুই মন্ত্রণালয় থাকলেই হবে না। এই উদ্যোগ সফল হবে তখনই, যখন প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত একটি সমন্বিত পরিকল্পনা, একীভূত কারিকুলাম, মানসম্মত শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রায়িত ও সমমানের বিদ্যালয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কাঠামো, বাজেট ও তত্ত্বাবধানে বাস্তব পরিবর্তন আনতে হবে। সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে এটি শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯২ সালের আগে 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়' নামে একটি মন্ত্রণালয় ছিল। এর অধীনেই ছিল প্রাথমিক শিক্ষা। ১৯৯২ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল করতে একে দুই ভাগে বিভক্ত করে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়' এবং প্রাথমিক স্তরের জন্য 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়' গঠিত হয়। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি বিভাগ রয়েছে—মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এবং বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)সহ মোট ২৩ দপ্তর বা অধিদপ্তর রয়েছে। আর কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে কারিগরি অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা অধিদপ্তরসহ মোট ৬টি দপ্তর রয়েছে।

অন্যদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য আলাদা কোনো বিভাগ নেই। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। এসব দপ্তরের অধীনে আরও ৬টি দপ্তর রয়েছে। তবে ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘদিন ধরেই এক ধরনের এলোমেলো অবস্থা সৃষ্টি হয়।

শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, দুই মন্ত্রণালয় একীভূত হলে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা কমবে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরবে। তবে এই প্রশাসনিক সংস্কারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অনুমোদনের অপেক্ষায়।

অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার দুই মন্ত্রণালয় এক করে কাজ করলে বৈষম্য কমবে। এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সমন্বয় করে উদ্যোগ নিলে শিক্ষায় দ্রুত সুফল আসবে।

Developed by The Daily Jugantor © 2026